দৈনিক খবর

তারিখ 26 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

009

বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড

টেকস্ট বুক ভবন

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি নং-৬ তাং ৭-১-৮৮

১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষে বোর্ডের পাঠ্যবই

সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, ১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক শ্রেণীর বিনামূল্যের সমস্ত পাঠ্যবই গত ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে গত ৬ই জানুয়ারী ১৯৮৮ তারিখের মধ্যে চাহিদা মোতাবেক বিতরণ করা হয়েছে। বিগত কয়েক মাস নানা প্রতিকূলতার মাঝেও স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে সময়মতো পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের কাজ অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকেই জেলা থেকে উপজেলায় এবং উপজেলা থেকে বিদ্যালয়ে বই পৌছাতে শুরু করেছে। কাজেই নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের (১ কোটি ১৯ লক্ষ) ছেলেমেয়ের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক (মোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ) পৌঁছবে বলে আমরা আশা করি।

মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই আগামী ১২ই জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিভুক্ত পরিবেশকদের মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হবে। আগামী ২০শে জানুয়ারী থেকে সমাজ ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এবং বিজ্ঞান ৯ম ও ২য় খণ্ড বাজারজাত করা হবে। উপরোল্লিখিত ৫টি বই এবারে নতুনভাবে লেখানো হয়েছে।

বাজারে পাঠ্যবই বেশী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। বইয়ের মুদ্রিত দামের বেশী চাইলে ঐ দোকানের নাম উল্লেখপূর্বক বোর্ডের ঠিকানায় ও স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে জানানোর জন্য জনগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ে মুদ্রিত মূল্যের উপর কোন রকম পেস্টিং বা রাবার স্ট্যাম্প গ্রহণযোগ্য নয়। আরোও উল্লেখ্য যে, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ৯ম-১০ম শ্রেণীর নোট বই ক্রয় কোনক্রমেই বাধ্যতামূলক নয়।

(এ এ ফয়জুল কবীর)
সদস্য (টেকস্ট বুক)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড
ঢাকা।

ডিএফপি(স)৫৬৮(৩)(১২-১)
জিসিঃ ৭৭/৮৮